বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ

১৪১-১৪৩, মতিঝিল, বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।

ঘাট/পয়েন্ট ইজারা/লাইসেন্স প্রদানের টেন্ডার ফরম।

ঘাট/পয়েন্টটি নিয়ন্ত্রিত নদী বন্দরের নামঃ .....

ঘাট/পয়েন্টের নাম ঃ.....

.....

ঘাট/পয়েন্টের প্রাক্কলিত মূল্য ঃ .....

ইজারার মেয়াদকাল ঃ .....

অফিস কর্তৃক পূরণীয়

"টেন্ডারদাতার জন্য বিশেষ জ্ঞাতব্য"

১। দরপত্র/টেন্ডার ফরমের মূল্য নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	প্রাক্কলিত মূল্য	টেন্ডার ফরমের প্রস্তাবিত মূল্য
(ক)	০৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত	১,০০০/-
(খ)	০৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে ১০ (দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত	২,০০০/-
(গ)	১০ (দশ) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে ৩০ (ত্রিশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত	৩,০০০/-
(ঘ)	৩০ (ত্রিশ) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত	৪,০০০/-
(ঙ)	৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে ১ (এক কোটি) টাকার নিম্নে	৫,০০০/-
(চ)	১ (এক) কোটি টাকা এবং তদুর্ধ্ব	৭,৫০০/- এবং পরবর্তী প্রতি এক কোটি টাকা বা উহার অংশ বিশেষের জন্য ২০০০/- টাকা মাত্র।

২। যে ঘাট/পয়েন্ট/খাল-টোল স্টেশন-এর জন্য টেন্ডার দেওয়া হইতেছে টেন্ডার ফরমে উহার নাম এবং টেন্ডারদাতার নাম, পূর্ণ ঠিকানা, ফোন/মোবাইল নম্বরসহ প্রদত্ত অফার/দরের পরিমাণ অংকে ও কথায় যথাস্থানে স্পষ্ট অক্ষরে লিখিতে হইবে।

৩। টেন্ডারে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তির বয়স ন্যূনতম ১৮ (আঠার) বৎসর হইতে হইবে এবং এর স্বপক্ষে জাতীয় পরিচয় পত্র/জন্মনিবন্ধন/পাসপোর্ট এর সত্যায়িত ফটোকপি দাখিল করিতে হইবে।

৪। সরকারী/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা অথবা সংশ্লিষ্ট দরদাতার এলাকার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অথবা ওয়ার্ড কমিশনার অথবা পৌরসভার মেয়র কর্তৃক প্রদত্ত চারিত্রিক সনদ, জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত কপি ও পাসপোর্ট আকারের সত্যায়িত ৩ (তিন) কপি ছবি, মেয়াদ সম্পন্ন ট্রেড লাইসেন্স (প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) এবং যে কোন তফসিলী ব্যাংক হইতে দরদাতার অনুকূলে প্রদত্ত আর্থিক স্বচ্ছলতা সম্পর্কিত সনদপত্র (টেন্ডার ফরমের পাতা-১১তে নমুনা সংযুক্ত) টেন্ডারের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে। কোন কারণে জাতীয় পরিচয়পত্র পাওয়া না গেলে জন্ম নিবন্ধন সনদের onlie copy বা পাসপোর্টের ফটোকপি সত্যায়িত করিয়া দাখিল করিতে হইবে।

৫। প্রদত্ত অফার/দরের ওপর ২৫% "আর্নেস্ট মানি", ৫% "আয়কর" এবং ১৫% "মূসক" বাবদ অর্থ যে কোন তফসিলী ব্যাংক হইতে পৃথক ৩ (তিন)টি ডিডি/ পে-অর্ডারের মাধ্যমে "বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষের" অনুকূলে টেন্ডারের সাথে জমা দিতে হইবে। ডিডি/পে-অর্ডারে শুধুমাত্র "বাঅনৌপ কর্তৃপক্ষ" অথবা "বিআইডব্লিউটিএ" লিখিতে হইবে।

৬। টেন্ডার সিডিউল এবং উহার সাথে সংযোজিত অঙ্গীকারনামা ও অন্যান্য সকল কাগজের প্রতি পৃষ্ঠায় টেন্ডারদাতাকে স্বাক্ষর দিতে হইবে এবং সাক্ষীর স্বাক্ষরের জন্য নির্ধারিত স্থানে সাক্ষীর স্বাক্ষর ও ঠিকানা লিখিতে হইবে। উল্লেখযোগ্য যে স্বাক্ষরের স্ক্যান কপি গ্রহণযোগ্য হইবে না।

৭। টেন্ডার সিডিউল/দরপত্র জমাদানের খামের উপর ঘাট/পয়েন্ট/খাল-টোল স্টেশনের নাম স্পষ্ট অক্ষরে লিখিতে হইবে।

৮। নির্ধারিত স্থানে, তারিখে ও সময়ের মধ্যে টেন্ডার বাক্সে টেন্ডার দাখিল করিতে হইবে। নির্ধারিত সময়ের পর কোন টেন্ডার গৃহীত হইবে না।

৯। টেন্ডার ফরম পূরণকালে যে কোন ঘষা-মাজা, কাটাকাটি বা সংশোধন করিলে সেই স্থানে অবশ্যই টেন্ডারদাতা কর্তৃক অনুস্বাক্ষর করিতে হইবে।

১০। কোন বন্দী/কয়েদী/আসামী টেন্ডারে অংশগ্রহণ করিতে চাহিলে জেল কোড অনুসরণ করিয়া তাহাকে অংশগ্রহণ করিতে হইবে।

১১। টেন্ডারকৃত ঘাট/পয়েন্টের বিপরীতে একাধিক সম-পরিমাণ অফার/দর পাওয়া গেলে লটারীর মাধ্যমে একটি দর/দরদাতা নির্ধারণ করা হইবে।

১২। টেন্ডার ফরমের সাথে সংযুক্ত (পাতা-১০) সূচীপত্র যথাযথভাবে পূরণ করিতে হইবে।

১৩। কোন কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোন টেন্ডার বা সকল টেন্ডার বাতিলের ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।

১৪। ১০ (দশ) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে দরপত্র দাখিলের ক্ষেত্রে দরপত্রের সাথে অবশ্যই টিন সার্টিফিকেট সংযুক্ত করিতে হইবে।

১৫। প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে দরপত্রের সাথে ইনকাম ট্যাক্স পরিশোধের হালনাগাদ প্রত্যায়নপত্র দাখিল করিতে হইবে।

টেন্ডারদাতার স্বাক্ষর ও তারিখ ঃ .....

টেন্ডারদাতার নাম ঃ .....

চলমান পাতা-২

"সম্মতিপত্র/নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড প্রেরণ এবং ইজারামূল্য পরিশোধের পদ্ধতি"

টেন্ডারে সফলকাম দরদাতার নিকট টেন্ডারের সম্মতিপত্র/নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড কর্তৃপক্ষের কর্মচারী বা বিশেষ দূত মারফত প্রেরণ করা হইবে। যেই সকল ক্ষেত্রে কর্মচারী দ্বারা বা দূত মারফত প্রেরণ করা সম্ভব হইবে না সেই সব ক্ষেত্রে বিশেষ ডাকযোগে/কুরিয়ারযোগে সম্মতিপত্র প্রাপকের নিকট প্রেরণ করা হইবে। নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী ইজারামূল্য পরিশোধ করিতে হইবেঃ-

(ক) কর্তৃপক্ষের তরফ হইতে প্রেরিত সম্মতিপত্র/নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড প্রাপ্তির ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে ইজারাদার কর্তৃক প্রকৃত ইজারা মূল্যের অবশিষ্ট ৭৫% (শতকরা পঁচাত্তর ভাগ) অর্থ এককালীন সংশ্লিষ্ট বন্দর দপ্তরে পরিশোধ করিতে হইবে। উক্ত অর্থ প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট বন্দর দপ্তর হইতে বরাদ্দ পত্র জারী ও চুক্তিনামা সম্পাদন করিতে হইবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারাদার প্রকৃত ইজারামূল্যের ১০০% (একশত ভাগ) অর্থ পরিশোধ এবং চুক্তিনামা সম্পাদনে ব্যর্থ হইলে ইজারাদার কর্তৃক ইতঃপূর্বে জমাকৃত আর্নেস্টমানি কর্তৃপক্ষের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হইবে। এইক্ষেত্রে কোন নোটিশ প্রদানের প্রয়োজন হইবেনা।

(খ) টেন্ডার অনুষ্ঠানের পর কোন ঘাট/পয়েন্ট/খাল-টোল স্টেশন যদি কোন কারণবশতঃ নির্ধারিত তারিখ হইতে ইজারা প্রদান করা সম্ভব না হয় তবে সেই ক্ষেত্রে যেই তারিখ হইতে উক্ত ইজারা কার্যকর হইবে সেই তারিখ হইতে অবশিষ্ট ইজারা মূল্যের অর্থ এককালীন পরিশোধ করিতে হইবে।

টেন্ডারদাতার স্বাক্ষর ও তারিখ ঃ .....

টেন্ডারদাতার নাম ঃ .....

চলমান পাতা-৩

আহ্বায়ক
টেন্ডার কমিটি
বিআইডব্লিউটিএ

.....

বিষয় ঃ ঘাট/পয়েন্ট/খাল-টোল স্টেশনের ইজারার টেন্ডার ।

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী বর্ণিত ঘাট/পয়েন্ট/খাল-টোল স্টেশনের ইজারার জন্য টেন্ডার প্রদান করিলাম ঃ-

১ । ঘাট/পয়েন্ট/খাল-টোল স্টেশনের নাম ঃ .....

.....

২ । ইজারার মেয়াদ ঃ ..... হইতে.....পর্যন্ত ।

৩ । প্রস্তাবিত অফার/দর ঃ টাকা (অংকে) ঃ.....

কথায় ঃ .....

৪ । টেন্ডারের সাথে জমাকৃত প্রদত্ত অফার/দরের উপর ২৫% (শতকরা পঁচিশ ভাগ) অগ্রীম অর্থ/আর্নেস্ট মানি বাবদ টাকা

অংকে ঃ .....

কথায় ঃ.....

ডিডি/পে-অর্ডার নম্বর ও তারিখ ঃ .....

.....

ব্যাংকের নাম ও ঠিকানা ঃ .....

৫ । অফার/প্রস্তাবিত দরের ওপর ৫% (শতকরা পাঁচ ভাগ) আয়কর বাবদ টাকা (অংকে) ঃ.....

কথায় ঃ .....

ডিডি/ পে-অর্ডার নম্বর ও তারিখ ঃ .....

.....

ব্যাংকের নাম ও ঠিকানা ঃ .....

৬ । অফার/প্রস্তাবিত দরের ওপর ১৫% (শতকরা পনের ভাগ) মূসক বাবদ টাকা (অংকে) ঃ.....

কথায় ঃ .....

ডিডি/ পে-অর্ডার নম্বর ও তারিখ ঃ .....

.....

ব্যাংকের নাম ও ঠিকানা ঃ .....

যাহা এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হইল ।

৭ । অন্য কোন মন্তব্য (যদি থাকে) ঃ

চলমান পাতা-৪

টেন্ডারদাতার স্বাক্ষর

৮। অফার/দরের অবশিষ্ট ৭৫% অর্থ পরিশোধের পদ্ধতি, অংগীকারনামা, ঘাট/পয়েন্টের প্রাক্কলিত মূল্য, আদায়যোগ্য শুল্ক হার ইত্যাদি সহ যাবতীয় বিষয়ে জ্ঞাত হইয়া এবং নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী ও টেন্ডার সিডিউলের সাথে সংযুক্ত নমুনা চুক্তিপত্রে বর্ণিত শর্তাবলীর সাথে একমত পোষন করিয়া নিম্নে স্বাক্ষর করিলাম :

(ক) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক টেন্ডার গৃহীত হইলে এবং উহা পত্র , বাহক বা ফোন/মোবাইল মারফত অবগত হইবার পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গৃহীত দরের ধার্যকৃত অংকের অবশিষ্ট টাকা জমা দিতে এবং কর্তৃপক্ষের সাথে চুক্তিপত্র সম্পাদন করিতে ব্যর্থ হইলে আমার দাখিলকৃত টেন্ডার বাতিল হইবে এবং আর্নেস্টমানি বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে। এই ব্যাপারে পত্র প্রাপ্তিতে কোন বিলম্ব অথবা নির্দিষ্ট অংকের টাকা জমা প্রদানে কোন প্রকার অজুহাত গ্রহণযোগ্য হইবে না।

(খ) ইজারার জন্য আবেদনকৃত ঘাট/পয়েন্ট/খাল-টোল স্টেশনের বর্তমান অবস্থা বিস্তারিতভাবে দেখিয়া ও অবগত হইয়া এই টেন্ডারে অংশগ্রহণ করিলাম।

(গ) ঘাট/পয়েন্টে স্থাপিত পন্টুন/ফ্লাট/জেটি ইত্যাদি ইজারা মেয়াদকালে যেকোন সময়ে মেরামতের প্রয়োজনে বিআইডব্লিউটিএ উক্ত ঘাট/পয়েন্ট হইতে উঠাইয়া আনিতে পারিবে। উল্লিখিত সময়ে ঘাট/পয়েন্টে কোন জেটি/ পন্টুন/ ফ্লাট ইত্যাদি না থাকার কারণে আমার ক্ষতি হইলে ইজারার মূল্য মওকুফের ব্যাপারে আমার আবেদনের প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ যে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন তাহা আমি মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবো। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের বাহিরে আমার যেকোন অভিযোগ সর্ব আদালতে অগ্রাহ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঘ) ইজারা মেয়াদকালে সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে ইজারা মূল্যের উপর আয়কর/মূসকের হার বর্ধিতকরণসহ অন্য কোন শুল্ক আরোপ করা হইলে বর্ধিত হারসহ সরকারী বিধি অনুযায়ী উহা পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিব।

(ঙ) টেন্ডার ফরম ক্রয়ের মূল রসিদ (নং-..... তারিখ ঃ .....) এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হইল।

টেন্ডারদাতার স্বাক্ষর ও তারিখ ঃ .....

টেন্ডারদাতার পূর্ণ নাম ঃ .....

পিতার নাম ঃ .....

গ্রাম/মহল্লা (বাড়ি নং/রোড নং সহ) ঃ.....

ডাকঘর ঃ .....টেলিফোন/মোবাইল নং-..... .....

থানা/উপজেলা ঃ ..... জেলা ঃ .....

চলমান পাতা-৫

টেন্ডারদাতার স্বাক্ষর

অফার/উদ্ধৃত দরের/মূসকের/আয়করের টাকা পরিশোধ ও চুক্তিনামা সম্পাদনের অঙ্গীকারনামা।

অঙ্গীকারকারীর (টেন্ডারদাতা) নাম ঃ .....

অঙ্গীকারকারীর (টেন্ডারদাতা) পিতার নাম ঃ .....

ঘাট/পয়েন্ট/খাল-টোল স্টেশনের নাম ঃ .....

ইজারা/লাইসেন্স-এর মেয়াদ ঃ .....হইতে.....পর্যন্ত

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এই মর্মে অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমার টেন্ডার/অফার/দর গৃহীত হইলে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি মানিয়া চলিব ঃ

(০১) কর্তৃপক্ষের নিয়ম অনুযায়ী ইজারা মূল্য পরিশোধ ও চুক্তিনামা সম্পাদন করিতে আমি ব্যর্থ হইলে কর্তৃপক্ষ আমার জমাকৃত সমুদয় টাকা বাজেয়াপ্ত করিতে এবং সংশ্লিষ্ট ঘাট/পয়েন্ট/খাল-টোল স্টেশন-এর লাইসেন্স বাতিল করিতে পারিবে এবং সে জন্য আমি কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা আদালতে মামলা দায়ের করিব না।

(০২) বাঅনৌপ কর্তৃপক্ষের প্রদত্ত শর্তানুযায়ী ঘাট/পয়েন্ট/খাল-টোল স্টেশনের ইজারা মূল্য, আয়কর ও মূসক পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিব।

(০৩) অফার/দর গ্রহণের সম্মতিপত্র প্রাপ্তির ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত ইজারামূল্য পরিশোধ করিব এবং নির্ধারিত নমুনা অনুযায়ী উপযুক্ত মূল্যমানের নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে চুক্তিনামা সম্পাদন করিব।

(০৪) ঘাট/পয়েন্ট/খাল-টোল স্টেশনে কর্তৃপক্ষের পন্টুন, জেটি, গ্যাংওয়েসহ সকল সম্পত্তি যথাযথ দেখাশুনা করিব এবং নৌ-দুর্ঘটনাসহ যে কোন দুর্ঘটনা ঘটিলে তৎক্ষণাৎ উহা কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট বন্দর অফিসে জানাইব। আবহাওয়া সংকেত অবগত হইয়া যাত্রী সাধারণকে অবহিত করিব।

(০৫) কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত হারের অতিরিক্ত শুল্ক আদায় করিব না ও ঘাটে নিজ খরচে শুল্ক আদায়ের হার সম্বলিত নোটিশ বোর্ড প্রকাশ্য স্থানে টানাইব।

(০৬) ঘাট/পয়েন্ট/খাল-টোল স্টেশন কাহারও নিকট সাব-লীজ (Sub-lease) প্রদান করিব না।

(০৭) লাইসেন্সের মেয়াদ শেষে ঘাট/পয়েন্ট/খাল-টোল স্টেশনে কর্তৃপক্ষের দেয়া সুযোগ-সুবিধা অক্ষত অবস্থায় ফেরৎ দিব।

(০৮) ইজারার মেয়াদকালে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শুল্কের হার বৃদ্ধি করা হইলে ঐ বর্ধিত হারের আনুপাতিক হারে বর্ধিত অর্থ কর্তৃপক্ষকে পরিশোধে বাধ্য থাকিব এবং এ বিষয়ে কোন প্রকার ওজর-আপত্তি আদালতে গ্রাহ্য হইবে না।

(০৯) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত ঘাট/পয়েন্ট/খাল-টোল স্টেশনের নির্ধারিত সীমানার মধ্যে আমার শুল্ক আদায় সীমাবদ্ধ রাখিব।

(১০) লাইসেন্সের মেয়াদকালে ঘাট/পয়েন্ট/খাল-টোল স্টেশনের কোনরূপ ক্ষতিসাধিত হইলে (আমার কারণে/আমার প্রতিনিধি কর্তৃক) উহা আমার নিজ খরচে ঠিক করিয়া দিতে/ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকিব।

(১১) ইজারা মেয়াদকালে সরকার কর্তৃক সময় সময় ইজারা মূল্যের উপর আয়কর/মূসকের হার বর্ধিতকরণসহ অন্যকোন শুল্ক আরোপ করা হইলে সরকারী বিধি অনুযায়ী উহা পরিশোধে বাধ্য থাকিব।

(১২) ঘাটের পন্টুন ও জেটির ছোট খাট মেরামত কাজ নিজ খরচে সম্পন্ন করাসহ ইজারা প্রদত্ত এলাকায় কর্তৃপক্ষের স্থাপনাদি (পন্টুন/ জেটি/ গ্যাংওয়ে/ টয়লেট/ যাত্রীদের বসার কক্ষ ও বেঞ্চ/ পার্কিং ইয়ার্ড ইত্যাদি) আমি নিজ খরচে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া নিব এবং পন্টুনে কর্তৃপক্ষের কোন কর্মচারী নিয়োজিত না থাকিলে উহার সার্বিক দেখাশুনাও করিতে বাধ্য থাকিব। এ জন্য আমি কর্তৃপক্ষের নিকট খরচ বাবদ কোন অর্থ দাবি করিব না।

(১৩) ঘাট/পয়েন্ট এলাকায় নিজ খরচে বিশুদ্ধ খাবার পানি ও পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করিব।

(১৪) ইজারা প্রাপ্ত ঘাট/পয়েন্ট এলাকায় পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য বৃক্ষ রোপন ও পরিচর্যা করিব।

(১৫) ক্রমিক নং-০১ হইতে ১৪-তে বর্ণিত শর্তাবলী এবং টেন্ডার সিডিউলের সাথে সংযুক্ত নমুনা চুক্তি পত্রে বর্ণিত সকল শর্তাবলী পালনে বাধ্য থাকিব।

টেন্ডারদাতার স্বাক্ষর ও তারিখ ঃ .....

টেন্ডারদাতার পূর্ণ নাম ঃ .....

পিতার নাম ঃ .....

গ্রাম/মহল্লা (বাড়ি নং/রোড নং সহ) ঃ.....

ডাকঘর ঃ .....টেলিফোন/মোবাইল নং.....

থানা/উপজেলা ঃ ..... জেলা ঃ .....

চলমান পাতা-৬

"চুক্তিপত্র"

ঘাট/পয়েন্ট/খাল-টোল স্টেশনের নাম ঃ .....

লাইসেন্সের মেয়াদ ঃ ..... হইতে..... পর্যন্ত..... দিন

লাইসেন্সের চুক্তিনামা ..... তারিখে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (যাহা ১৯৫৮ ইং সনের অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ নং-৭৫ দ্বারা গঠিত এবং সরকারী গেজেট নোটিফিকেশন নং-৪৬৩ এইচটিডি তারিখ ০৯-০৯-১৯৬০ ইং দ্বারা বন্দরসমূহের সংরক্ষক নিযুক্ত), ১৪১-১৪৩, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০। লাইসেন্সদাতা (যাহা প্রসঙ্গের সহিত বিরোধীয় না হইলে তাহার উত্তরাধিকার ও স্বত্ব প্রাপকদেরকেও বুঝাইবে)।

প্রথম পক্ষ

এবং

জনাব.....পিতা .....

গ্রাম .....ডাকঘর..... উপজেলা.....জেলা ..... **লাইসেন্স গ্রহীতা**

(যাহা প্রসঙ্গের সহিত বিরোধীয় না হইলে তাহার উত্তরাধিকার ও স্বত্ব প্রাপকদেরকেও বুঝাইবে)

"দ্বিতীয় পক্ষ"

এর মধ্যে সম্পাদিত হইল।

.....ঘাটে/কেন্দ্রে ..... হইতে .....পর্যন্ত মেয়াদে কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত হারে শুল্ক/চার্জ আদায়ের লাইসেন্স প্রদানের জন্য অনুষ্ঠিত টেন্ডারে/ নিলামে/ নেগোশিয়েশনের মাধ্যমে জনাব.....

(লাইসেন্স গ্রহীতার ডাকে/টেন্ডারে/নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে প্রদত্ত দর টাকা (অংকে).....

(কথায়)..... কর্তৃক প্রদত্ত দর সর্বোচ্চ হওয়ায় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত হয়। লাইসেন্সদাতা নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে লাইসেন্স গ্রহীতাকে..... ঘাটে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত হারে শুল্ক/চার্জ আদায়ের লাইসেন্স মঞ্জুর করিলেন ঃ

১। লঞ্চঘাট/উপকূলীয় ঘাট/টার্মিনাল শুল্ক আদায় কেন্দ্রের সীমানা.....

২। এই লাইসেন্স..... হইতে .....পর্যন্ত সময়ের জন্য মঞ্জুর করা হইল।

৩। আদায়যোগ্য শুল্ক হার পরিশিষ্ট "ক"-তে সংযুক্ত আছে।

৪। ঘাট/পয়েন্ট/পার্কিং ইয়ার্ড/খাল-টোল স্টেশনের লাইসেন্স ফি মোট..... টাকা লাইসেন্স গ্রহীতা বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন নৌপরিবহণ কর্তৃপক্ষের অনুকূলে পরিশোধ করিয়াছেন।

৫। অনুমোদিত শুল্ক ব্যতীত অন্যান্য কোন প্রকার শুল্ক বা চার্জ লাইসেন্স গ্রহীতা কাহারো নিকট হইতে আদায় করিতে পারিবে না এবং সাধারণ জনগণকে কোন প্রকার হয়রানি করিতে পারিবে না (সকল প্রকার ঘাট/পয়েন্ট/পার্কিং ইয়ার্ড/খাল-টোল স্টেশন-এর ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য হইবে)।

৬। লাইসেন্স প্রদত্ত ঘাট/পয়েন্ট/পার্কিং ইয়ার্ড/খাল-টোল স্টেশনের ক্ষেত্রে দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী প্রযোজ্য এবং ধার্যকৃত সকল প্রকার ট্যাক্স বা কর লাইসেন্স গ্রহীতা দিতে বাধ্য থাকিবে (সকল প্রকার ঘাট/পয়েন্ট/পার্কিং ইয়ার্ড/খাল-টোল স্টেশন-এর চুক্তির ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য হইবে)।

৭। লাইসেন্স প্রদত্ত ঘাট/পয়েন্ট/পার্কিং ইয়ার্ড/খাল-টোল স্টেশনের এলাকায় অবস্থিত গাছ বা বৃক্ষাদি এবং লাইসেন্স গ্রহীতা বা লাইসেন্সদাতা কর্তৃক জন্মানো/লাগানো কোন গাছ বা বৃক্ষের উপর লাইসেন্স গ্রহীতার কোন প্রকার অধিকার থাকিবে না এবং এরূপ কোন গাছ বা বৃক্ষের ডালপালা কর্তন বা ক্ষতি করিতে পারিবে না (সকল প্রকার ঘাট/পয়েন্ট/পার্কিং ইয়ার্ড/খাল-টোল স্টেশন-এর চুক্তির ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য হইবে)।

৮। লাইসেন্সদাতা বা তাহার মনোনীত যে কোন কর্মকর্তার নির্দেশ অনুযায়ী লাইসেন্স গ্রহীতা ঘাট/পয়েন্ট/পার্কিং ইয়ার্ড/খাল-টোল স্টেশন পরিচালনা করিবে। পার্কিং ইয়ার্ড/ঘাট/পয়েন্ট/খাল-টোল স্টেশন পরিদর্শন বা জরিপ কাজে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা এবং ঘাট/পয়েন্ট/পার্কিং ইয়ার্ড/খাল-টোল স্টেশনের মাধ্যমে যাত্রী ও যানবাহন চলাচল এবং মালামাল পরিবহনের পরিসংখ্যান ও অন্যান্য তথ্যাদি লাইসেন্সদাতা বা তাহার মনোনীত যে কোন কর্মকর্তাকে প্রদান করিতে লাইসেন্স গ্রহীতা বাধ্য থাকিবে। এতদ বিষয়ে তথ্যাদির দৈনিক ও মাসিক হিসাব/পরিসংখ্যান লাইসেন্স গ্রহীতাকে সংরক্ষণ এবং বন্দরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট প্রতি মাসের ১ম সপ্তাহে দাখিল করিতে হইবে (সকল প্রকার ঘাট/পয়েন্ট/পার্কিং ইয়ার্ড/খাল-টোল স্টেশনের চুক্তির ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য হইবে)।

চলমান পাতা-৭

টেন্ডারদাতার স্বাক্ষর

৯। লাইসেন্স প্রদত্ত ঘাট/পয়েন্ট/পার্কিং ইয়ার্ড/খাল-টোল স্টেশন এলাকায় অগ্নিনির্বাপক এবং জনসাধারণের জান ও মালামালের নিরাপত্তা বিধি পালনের ক্ষেত্রে লাইসেন্স গ্রহীতাকে সকল প্রকার সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে (সকল প্রকার ঘাট/পয়েন্ট/পার্কিং ইয়ার্ড/খাল-টোল স্টেশন-এর চুক্তির ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য হইবে)।

১০। ঘাট/পয়েন্ট/পার্কিং ইয়ার্ড/খাল-টোল স্টেশন এলাকার আইন-শৃংখলা রক্ষার্থে লাইসেন্স গ্রহীতা লাইসেন্সদাতার সঙ্গে যাবতীয় সহযোগিতা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে (সকল প্রকার ঘাট/পয়েন্ট/পার্কিং ইয়ার্ড/খাল-টোল স্টেশন-এর চুক্তির ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য হইবে)।

১১। লাইসেন্স গ্রহীতা শুল্ক আদায়ের ক্ষেত্রে রসিদ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে (সকল প্রকার ঘাট/পয়েন্ট/পার্কিং ইয়ার্ড/খাল-টোল স্টেশন-এর চুক্তির ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য হইবে)।

১২। ইজারা মেয়াদকালে ঘাটের পন্টুন ও জেটির ছোট খাটো মেরামত কাজের দায়িত্ব লাইসেন্স গ্রহীতা নিজ খরচে করাসহ ইজারা প্রদত্ত এলাকায় কর্তৃপক্ষের স্থাপনাদি (পন্টুন/ জেটি/ গ্যাংওয়ে/ টয়লেট/যাত্রীদের বসার কক্ষ ও বেঞ্চ/পার্কিং ইয়ার্ড ইত্যাদি) নিজ খরচে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া নিতে বাধ্য থাকিবে। পন্টুনে কর্তৃপক্ষের কোন কর্মচারী নিয়োজিত না থাকিলে লাইসেন্স গ্রহীতা পন্টুনের সার্বিক দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করিবে। এ জন্য ইজারাদার কর্তৃপক্ষের নিকট খরচ বাবদ কোন অর্থ দাবি করিতে পারিবে না।

১৩। লাইসেন্স গ্রহীতাকে কেবলমাত্র বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের অর্থাৎ লাইসেন্সদাতার অনুমোদিত হারে শুল্ক আদায় করিতে হইবে এবং কোনক্রমেই অনুমোদিত হারের অতিরিক্ত শুল্ক/চার্জ আদায় করিতে পারিবে না। লাইসেন্স গ্রহীতাকে অনুমোদিত শুল্ক হারের তালিকাসম্বলিত ২ মিটার x ১.৫ মিটার পরিমাপের প্রয়োজনীয় সংখ্যক সাইনবোর্ড ঘাট/পয়েন্ট/পার্কিং ইয়ার্ড/খাল-টোল স্টেশন এলাকায় টানাইয়া রাখিতে হইবে (সকল প্রকার ঘাট/পয়েন্ট/পার্কিং ইয়ার্ড/খাল-টোল স্টেশন-এর চুক্তির ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য হইবে)।

১৪। লাইসেন্স গ্রহীতা নিজ খরচে ঘাট/পয়েন্ট/পার্কিং ইয়ার্ড/খাল-টোল ষ্টেশনে বিশুদ্ধ খাবার পানি এবং পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করিবে (সকল প্রকার ঘাট/পয়েন্ট/পার্কিং ইয়ার্ড/খাল-টোল ষ্টেশন-এর চুক্তি ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য হইবে)।

১৫। ইজারাদার ইজারা প্রাপ্ত ঘাট/পয়েন্ট এলাকায় পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা ও সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য বৃক্ষরোপন ও পরিচর্যা করিবে।

১৬। লাইসেন্স দাতা অর্থাৎ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃক কর্তৃপক্ষের কাজে পার্কিং ইয়ার্ড/ঘাট/পয়েন্ট/খাল-টোল স্টেশন ইত্যাদি ব্যবহৃত হইলে লাইসেন্স গ্রহীতা কোনপ্রকার শুল্ক/চার্জ আদায় করিতে পারিবে না (সকল প্রকার ঘাট/পয়েন্ট/পার্কিং ইয়ার্ড/খাল-টোল স্টেশন-এর চুক্তির ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য হইবে)।

১৭। লাইসেন্স গ্রহীতা লাইসেন্স প্রদত্ত ঘাট/পয়েন্ট/পার্কিং ইয়ার্ড/খাল-টোল স্টেশন ইত্যাদি অন্য কাহারো নিকট উপ-লাইসেন্স বা উপ-ভাড়া দিতে পারিবে না (সকল প্রকার ঘাট/পয়েন্ট/পার্কিং ইয়ার্ড/খাল-টোল স্টেশন-এর চুক্তির ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য হইবে)।

১৮। ঘাট/পয়েন্ট/পার্কিং ইয়ার্ড/খাল-টোল ষ্টেশন ব্যবহারকারী যাত্রী বা ব্যবসায়ীগণের সঙ্গে লাইসেন্স গ্রহীতা বা তাহার কর্মচারীগণ ও শ্রমিকগণ ভদ্র আচরণ করিবে। যদি তাহার বা তাহার কর্মচারীদের ও শ্রমিকদের বিরুদ্ধে ব্যবসায়ী/খাল ব্যবহারকারী/পার্কিং ইয়ার্ড ব্যবহারকারী/যাত্রীদের সাথে অভদ্র/অশোভন আচরণের অভিযোগ পাওয়া যায় এবং তদন্তে যদি উহা সত্য প্রমাণিত হয় তাহা হইলে লাইসেন্সদাতা এই লাইসেন্স বাতিলসহ লাইসেন্স গ্রহীতার সমুদয় জমাকৃত টাকা বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবে (সকল প্রকার ঘাট/পয়েন্ট/পার্কিং ইয়ার্ড/খাল-টোল স্টেশন-এর চুক্তির ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য হইবে)।

১৯। চুক্তি বলবৎ থাকাকালীন সময়ে লাইসেন্সদাতা কর্তৃক শুল্কের হার বৃদ্ধি করা হইলে সেক্ষেত্রে লাইসেন্স গ্রহীতা আনুপাতিক হারে তা পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবে (সকল প্রকার ঘাট/পয়েন্ট/পার্কিং ইয়ার্ড/খাল-টোল স্টেশন-এর চুক্তির ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য হইবে)।

২০। ঘাট/পয়েন্ট/পার্কিং ইয়ার্ড/খাল-টোল স্টেশন-এর লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর মামলা জনিত বা অন্য কোনকারণে সংশ্লিষ্ট ঘাট-পয়েন্টটির ইজারা নিষ্পন্ন না হলে লাইসেন্সদাতা ইচ্ছা করিলে লাইসেন্স গ্রহীতার সম্মতিতে লাইসেন্সের মেয়াদ সাময়িকভাবে বর্ধিত করিতে পারিবেন এবং সেক্ষেত্রে লাইসেন্স গ্রহীতা সংশ্লিষ্ট ঘাট/পয়েন্টের বিপরীতে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত প্রাক্কলিত মূল্যের হারাহারি মূল্য বর্ধিত সময়কালের জন্য ইজারা মূল্য হিসাবে প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে (সকল প্রকার ঘাট/পয়েন্ট/পার্কিং ইয়ার্ড/খাল-টোল স্টেশন-এর চুক্তির ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য হইবে)।

২১। কোন বিশেষ কারণে উল্লিখিত লাইসেন্সের মেয়াদ বলবৎকালীন লাইসেন্সদাতা এই লাইসেন্স বাতিল করিতে চাইলে লাইসেন্সের অবশিষ্ট সময়ের জন্য লাইসেন্স গ্রহীতাকে আনুপাতিক হারে অবশিষ্ট টাকা ফেরৎ দিয়া লাইসেন্সদাতা কর্তৃপক্ষ এই লাইসেন্স বাতিল করিতে পারিবেন। এর জন্য লাইসেন্স গ্রহীতা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কোন প্রকার মামলা/মোকদ্দমা দায়ের করিতে পারিবে না এবং কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করিতে পারিবে না (সকল প্রকার ঘাট/পয়েন্ট/পার্কিং ইয়ার্ড/খাল-টোল স্টেশন-এর চুক্তির ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য হইবে)।

২২। কোন নৈসর্গিক বা হরতাল/ধর্মঘট বা লাইসেন্সদাতার ক্ষমতাবহির্ভূত কোন কারণে যদি খালে নৌ-চলাচল বা ঘাট/পয়েন্টে যাত্রী ও মালামাল ওঠানামার কাজ বন্ধ বা ব্যাহত হয় বা ঘটে অথবা নৌ-যান চলাচলে, যাত্রী ও মালামাল পরিবহনে বা গাড়ী পার্কিংয়ে কোন তারতম্য হয় সেক্ষেত্রে লাইসেন্স গ্রহীতাকে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দান বা ইজারা মূল্য ফেরৎ প্রদান বা ইজারা মূল্য মওকুফের দাবীসম্বলিত লাইসেন্সীর/ইজারাদারের আবেদন পাওয়া গেলে উহা বিবেচনা করা/না করার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষের নিকট সংরক্ষিত থাকিবে (সকল প্রকার ঘাট/পয়েন্ট/পার্কিং ইয়ার্ড/খাল-টোল স্টেশন-এর চুক্তির ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য হইবে)।

২৩। লাইসেন্স প্রদত্ত ঘাট/পয়েন্টের সীমানা ব্যতীত অন্য কোন এলাকায় লাইসেন্স গ্রহীতার কোনরূপ অধিকার থাকিবে না (সকল প্রকার ঘাট/পয়েন্ট/পার্কিং ইয়ার্ড/খাল-টোল স্টেশন-এর চুক্তির ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য হইবে)।

২৪। ঘাট/পয়েন্ট/খাল-টোল স্টেশন/পার্কিং ইয়ার্ড এলাকায় কর্তৃপক্ষের প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধাদি যথা-জেটি, সিঁড়ি, টোল অফিস, পন্টুন, বিশ্রামাগারসহ অন্যান্য স্থাপনাদি লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে লাইসেন্স গ্রহীতা উহা যে অবস্থায় বুঝিয়া পাইয়াছিল ঠিক সেই অবস্থায় লাইসেন্সদাতার নিকট ফেরত প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে। লাইসেন্স মেয়াদকালে লাইসেন্স গ্রহীতার কার্যদ্বারা অথবা তাহার তদারকির অভাবে লাইসেন্সদাতার কোন স্থাপনাদি/সম্পত্তির ক্ষতি হইলে লাইসেন্স গ্রহীতা সমস্ত ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকিবে এবং যাত্রী সাধারণ কোন রূপ সেবা হতে বঞ্চিত হওয়ার প্রমান পাওয়া গেলে লাইসেন্স দাতা এই লাইসেন্স বাতিলসহ লাইসেন্স গ্রহীতার সমুদয় জমাকৃত টাকা বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবে (সকল প্রকার ঘাট/পয়েন্ট/খাল-টোল স্টেশন এর চুক্তির ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য হইবে)।

চলমান পাতা-৮

টেন্ডারদাতার স্বাক্ষর

২৫। বন্দর সংরক্ষক অর্থাৎ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ বা তাহার মনোনীত প্রতিনিধির আদেশ লংঘনকারী বা বেআইনীভাবে পরিচালিত কোন নৌযানকে লাইসেন্স গ্রহীতা খাল ব্যবহার করার জন্য বা ঘাটে/পন্টুনে বার্দিং এবং যাত্রী ও মালামাল ওঠানামার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিতে পারিবে না (শুধুমাত্র পার্কিং ইয়ার্ড ব্যতীত সকল ঘাট/পয়েন্ট/খাল-টোল স্টেশনের চুক্তির ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য হইবে)।

২৬। লাইসেন্স গ্রহীতা অনির্ধারিত কোন এলাকায় ফেরী নৌকা ভিড়াইতে পারিবে না এবং যাত্রী বা মালামাল ওঠানামা করাইতে পারিবে না বা এমন কোন কাজ করিতে পারিবে না যাহা দ্বারা কর্তৃপক্ষের ঘাট, জেটি, পন্টুন বা সম্পত্তির কোন প্রকার ক্ষতি হইতে পারে (খাল-টোল স্টেশন ব্যতীত সকল প্রকার ঘাট/পয়েন্টের চুক্তির ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য হইবে)।

২৭। ঘাটে মালামাল/যাত্রী ওঠানামার সুবিধার্থে লাইসেন্সদাতা বা তাহার মনোনীত প্রতিনিধির নির্দেশমত প্রয়োজনীয় সুবিধাদি লাইসেন্স গ্রহীতা নিজ খরচে প্রদান করিবে এবং লাইসেন্স-এর মেয়াদ শেষ হওয়ার পর লাইসেন্স গ্রহীতা নিজ খরচে তাহা সরাইয়া নিতে বাধ্য থাকিবে (পার্কিং ইয়ার্ড ও খাল-টোল স্টেশন ব্যতীত সকল প্রকার ঘাট/পয়েন্টের চুক্তির ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য হইবে)।

২৮। লাইসেন্স প্রদত্ত ঘাট/ পয়েন্ট এলাকায় কোন যাত্রী যদি তাহার নিজস্ব মালামাল নিজে বহন করিয়া লইয়া যায় সেইক্ষেত্রে লাইসেন্স গ্রহীতা ঘাটের কুলি/লেবার ব্যবহারের জন্য যাত্রীর ওপর কোন প্রকার চাপ সৃষ্টি করিতে পারিবে না এবং লেবার চার্জ আদায় করিতে পারিবে না (খাল-টোল স্টেশন, পার্কিং ইয়ার্ড এবং শুল্ক আদায় কেন্দ্রের চুক্তি ব্যতীত অন্যান্য সকল ঘাট/পয়েন্টের চুক্তির ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য হইবে)।

২৯। কোন কারণবশতঃ লাইসেন্স গ্রহীতা ঘাটে/পয়েন্টে মালামাল ওঠানামার কার্য পরিচালনা করিতে না পারিলে বা অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে বন্দরে মালামাল ওঠানামার গতিধারাকে অব্যাহত রাখার স্বার্থে লাইসেন্সদাতা নিজ ইচ্ছামতো ঘাটে/পয়েন্টে শ্রমিক নিয়োগ করিতে পারিবে এবং অনুরূপ ক্ষেত্রে শ্রমিক মজুরীর যাবতীয় খরচ লাইসেন্স গ্রহীতা বহন করিতে বাধ্য থাকিবে। অন্যথায় লাইসেন্সদাতা যাবতীয় খরচের টাকা লাইসেন্স গ্রহীতার জমাকৃত টাকা হইতে আদায়সহ লাইসেন্স বাতিল এবং তৎসহ জমাকৃত সমুদয় টাকা বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবে (পার্কিং ইয়ার্ড, ফেরী ঘাট, শুল্ক আদায় কেন্দ্র, খাল-টোল স্টেশন ব্যতীত সকল প্রকার ঘাট/পয়েন্টের চুক্তির ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য হইবে)।

৩০। এই চুক্তি বলবৎ থাকাকালীন লাইসেন্সদাতা বা তাহার মনোনীত প্রতিনিধির সকল আদেশ ও নির্দেশ এবং পোর্ট এ্যাক্ট-১৯০৮ ও পোর্ট রুলস-১৯৬৬ এবং ইহার অধীন সকল বিধি ও নিয়মাবলী মানিয়া চলিতে লাইসেন্স গ্রহীতা বাধ্য থাকিবে (শুধুমাত্র পার্কিং ইয়ার্ড ব্যতীত সকল প্রকার ঘাট/পয়েন্ট/খাল-টোল স্টেশনের চুক্তির ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য হইবে)।

৩১। এই লাইসেন্সের অন্তর্ভুক্ত যে সমস্ত শ্রমিক/কর্মচারী লাইসেন্স গ্রহীতার নিয়ন্ত্রণাধীনে কার্যরত থাকিবে সে সমস্ত প্রত্যেক শ্রমিকের নামসহ সম্পূর্ণ ঠিকানা (নাম, পিতার নাম, গ্রাম, ডাকঘর, থানা, জেলা, বয়স ইত্যাদি) এবং ৩ (তিন) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ও জাতীয়তা সনদপত্র লাইসেন্স গ্রহীতা কর্তৃক সরাসরি বন্দর কর্মকর্তার নিকট এই চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার ৭ (সাত) দিনের মধ্যে দাখিল করিতে হইবে (পার্কিং ইয়ার্ড, ফেরী ঘাট, শুল্ক আদায় কেন্দ্র, খাল-টোল স্টেশন ব্যতীত সকল প্রকার ঘাট/পয়েন্টের চুক্তির ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য হইবে)।

৩২। লাইসেন্সদাতার অনুমোদিত নমুনা (Specification) অনুযায়ী লাইসেন্স গ্রহীতার দেয়া ব্যাজ ব্যতিরেকে কোন শ্রমিক/কর্মচারী মালামাল ওঠানো বা নামানোর কাজ করিতে পারিবে না (পার্কিং ইয়ার্ড, ফেরী ঘাট, শুল্ক আদায় কেন্দ্র, খাল-টোল স্টেশন ব্যতীত সকল প্রকার ঘাট/পয়েন্টের চুক্তির ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য হইবে)।

৩৩। লাইসেন্স প্রদত্ত এলাকায় কার্যরত শ্রমিকগণকে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত রং-এর পোষাক পরিধান করিতে হইবে এবং জামার পকেটের উপর শ্রমিকদের নম্বর ও লাইসেন্স গ্রহীতার নাম থাকিবে। এই জামা লাইসেন্স গ্রহীতা নিজ খরচে শ্রমিকদের সরবরাহ করিবে। লাইসেন্স গ্রহীতা কর্তৃক সরবরাহকৃত পোশাক ছাড়া অন্য কোন শ্রমিক মালামাল ওঠানো বা নামানোর কাজ করিতে পারিবে না (পার্কিং ইয়ার্ড, ফেরী ঘাট, শুল্ক আদায় কেন্দ্র, খাল-টোল স্টেশন ব্যতীত সকল প্রকার ঘাট/পয়েন্টের চুক্তির ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য হইবে)।

৩৪। ১৮ (আঠার) বছরের কম বয়সী কোন শ্রমিককে কাজে নিয়োগ করা যাইবে না। লাইসেন্স গ্রহীতাকে ঘাটে শ্রমিক নিয়োগ ও ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশে প্রচলিত শ্রমিক আইন মোতাবেক করিতে হইবে (পার্কিং ইয়ার্ড, ফেরী ঘাট, শুল্ক আদায় কেন্দ্র, খাল-টোল স্টেশন ব্যতীত সকল প্রকার ঘাট/পয়েন্টের চুক্তির ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য হইবে)।

৩৫। যাত্রী ও ব্যবসায়ীদের মালামাল ওঠানো বা নামানো কালীন কার্যরত শ্রমিক দ্বারা যদি কোন মালামাল হারানো বা অন্য কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহার জন্য লাইসেন্স গ্রহীতা উক্ত মালামালের ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকিবে এবং ওই কাজের জন্য দোষী শ্রমিককে ঘাট হইতে বহিষ্কারসহ প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে (পার্কিং ইয়ার্ড, ফেরী ঘাট, শুল্ক আদায় কেন্দ্র, খাল-টোল স্টেশন ব্যতীত সকল প্রকার ঘাট/পয়েন্টের চুক্তির ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য হইবে)।

৩৬। শ্রমিকগণ সরাসরি লাইসেন্সদাতার নিকট বন্দর আইন বা দেশের প্রচলিত নিয়ম ভঙ্গের জন্য দায়ী থাকিবেন (লঞ্চঘাট/উপকূলীয় লঞ্চঘাট, বন্দর এলাকায় লঞ্চঘাট, লেবার হ্যান্ডলিং, শুল্ক আদায় ও লেবার হ্যান্ডলিং নগরবাড়ী লঞ্চঘাট ও লেবার হ্যান্ডলিং লাইসেন্সের চুক্তির ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য হইবে)।

৩৭। শ্রমিকদের পারিশ্রমিক ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার জন্য লাইসেন্স গ্রহীতা দায়ী থাকিবেন। লাইসেন্সদাতার এ ব্যাপারে কোন দায়িত্ব থাকিবে না বা দাবী-দাওয়া আদায়ের বিষয়ে কোন প্রকার মধ্যস্থতার জন্যও দায়িত্ব থাকিবে না। কোন শ্রমিক ব্যক্তিগত বা যৌথভাবে এ ব্যাপারে কোন দাবী-দাওয়া লাইসেন্সদাতার নিকট উত্থাপন করিতে পারিবে না (পার্কিং ইয়ার্ড, ফেরী ঘাট, শুল্ক আদায় কেন্দ্র, খাল-টোল স্টেশন ব্যতীত সকল প্রকার ঘাট/পয়েন্টের চুক্তির ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য হইবে)।

৩৮। বাঅনৌপ কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা, কর্মচারী, স্থানীয় পরিষদের (পৌরসভা/জেলা পরিষদ) ও সরকারী কর্মকর্তা, কর্মচারীগণের এবং তাহাদের যানবাহন পারাপারের এবং গাড়ী পার্কিং-এর ক্ষেত্রে লাইসেন্স গ্রহীতা কোন প্রকার ফেরী চার্জ/পার্কিং চার্জ আদায় করিতে পারিবে না (ফেরী ঘাট, শুল্ক আদায়, পার্কিং ইয়ার্ডের লাইসেন্সের চুক্তির ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য হইবে)।

৩৯। যাত্রীসাধারণের নিরাপদ ও আরামদায়ক পারাপারের জন্য লাইসেন্স গ্রহীতা নিজ খরচে ঘাট এলাকায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফেরী/নৌকা পরিচালনার ব্যবস্থা করিবে। বিশেষ উৎসবের সময় যেমন– ঈদ, ওরশ, মেলা বা বিশেষ কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে যথেষ্ট সংখ্যক ফেরী/নৌকা পরিচালনার ব্যবস্থা লাইসেন্স গ্রহীতাকে করিতে হইবে (ফেরীঘাট, বাদামতলী ঘাটে নৌ-যান হইতে শুল্ক আদায় কেন্দ্র, শুল্ক আদায় ও ফেরী ঘাটের চুক্তির ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য হইবে)।

চলমান পাতা-৯

টেন্ডারদাতার স্বাক্ষর

৪০। লাইসেন্স গ্রহীতা নৌ-যান হইতে খালাসকৃত অথবা নৌ-যানে বোঝাইয়ের জন্য কর্তৃপক্ষের জেটি, পন্টুন, গ্যাংওয়ে, র‍্যাম্প ইত্যাদির উপর কোনক্রমেই মালামাল স্তূপ করিয়া রাখিতে পারিবে না (পার্কিং ইয়ার্ড, ফেরী ঘাট, শুল্ক আদায় কেন্দ্র, খাল-টোল স্টেশন ব্যতীত সকল প্রকার ঘাট/পয়েন্টের চুক্তির ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য হইবে)।

৪১। লাইসেন্স গ্রহীতাকে ড্রাইভারদের বিশ্রামাগারের আসবাবপত্র, সাজসরঞ্জাম, বিছানাপত্র ইত্যাদি নিজ খরচে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে এবং এ ব্যাপারে লাইসেন্সদাতা কোন খরচ বহন করিবে না (দৌলতদিয়া ফেরী টার্মিনাল ও ড্রাইভারদের ঘুমাইবার সিট ভাড়া পয়েন্টের চুক্তির ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য হইবে)।

৪২। লাইসেন্স গ্রহীতা অনির্ধারিত কোন এলাকায় খালের টোল স্টেশন চালু করিতে/সৃষ্টি করিতে পারিবে না বা এমন কোন কাজ করিতে পারিবে না যাহা দ্বারা কর্তৃপক্ষের এই খালের বা সম্পত্তির কোন ক্ষতি হইতে পারে (সকল প্রকার খাল-টোল স্টেশন-এর চুক্তির ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য হইবে)।

৪৩। খালের টোল স্টেশন/কুত অফিস এলাকায় কর্তৃপক্ষের স্থাপনাদির/সম্পত্তির কোন প্রকার ক্ষতি সাধন হইলে সঙ্গে সঙ্গে লাইসেন্স গ্রহীতা তাহা কর্তৃপক্ষের সন্তুষ্টি মতে মেরামত করিয়া দিতে বা কর্তৃপক্ষের প্রাক্কলন অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে। ওই সকল টোল স্টেশন/কুত অফিসের কোন মালামাল চুরি হইয়া গেলে লাইসেন্স গ্রহীতা ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকিবে (সকল প্রকার খাল-টোল স্টেশন-এর চুক্তির ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য হইবে)।

৪৪। কর্তৃপক্ষের বা লাইসেন্সদাতার পূর্বলিখিত অনুমতি ছাড়া লাইসেন্স গ্রহীতা খালের টোল স্টেশন/কুত অফিসে কোন নির্মাণ কাজ করিতে পারিবে না এবং কোন পরিবর্তন বা পরিবর্ধন সাধন করিতে পারিবে না (সকল প্রকার খাল-টোল স্টেশন-এর চুক্তির ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য হইবে)।

৪৫। লাইসেন্স গ্রহীতা খালে মাছ চাষ বা মাছ ধরিতে পারিবে না। খালের উভয় তীরের খালি জায়গায় কোন প্রকার চাষাবাদ করিতে পারিবে না বা খালি জায়গার উপর কোন প্রকার অধিকার বর্তাইবে না (সকল প্রকার খাল-টোল স্টেশন-এর চুক্তির ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য হইবে)।

৪৬। বর্তমান লাইসেন্স মেয়াদে লাইসেন্স গ্রহীতা কর্তৃক নৌ-যানের শুল্ক আদায়ের ব্যবস্থাসহ অন্যান্য কার্যাদি কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা যে কোন সময়ে পরিদর্শন/তদারকি করিতে পারিবেন এবং টোল স্টেশন/কুত অফিসের প্রয়োজনীয় মেরামত করিতে পারিবেন। ইহাতে লাইসেন্স গ্রহীতাকে সহযোগিতা করিতে হইবে (সকল প্রকার খাল-টোল স্টেশন-এর চুক্তির ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য হইবে)।

৪৭। খাল দিয়া চলাচলকারী নৌ-যান/জাহাজের নাম, টনেজ ইত্যাদি লাইসেন্স গ্রহীতা একটি রেজিষ্টার খাতায় রেকর্ড করিবেন এবং সে বিষয়ে তথ্য/পরিসংখ্যান প্রতি মাসে পরিচালক (বন্দর ও পরিবহন), বাআনৌপক, ১৪১-১৪৩ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা এবং মংলা-ঘষিয়াখালী খাল-টোল স্টেশনের ক্ষেত্রে উপ-পরিচালক (বওপ), বাআনৌপক, খুলনা নদীবন্দর এবং গাবখান খাল টোল স্টেশনের ক্ষেত্রে যুগ্ম-পরিচালক (বওপ), বাআনৌপ কর্তৃপক্ষ বরিশাল নদীবন্দর-এর নিকট পাঠাইতে হইবে। লাইসেন্স গ্রহীতার নৌযানের শুল্ক আদায় সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্র লাইসেন্সদাতা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিরীক্ষা করিতে পারিবে (সকল প্রকার খাল-টোল স্টেশন-এর চুক্তির ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য হইবে)।

৪৮। মংলা-ঘষিয়াখালী খাল ও গাবখান খাল অতিক্রমণকারী দেশীয় নৌকা, লাইসেন্স দাতা কর্তৃপক্ষের জলযান এবং বাংলাদেশের নৌপথ দিয়া যাতায়াতকারী ভারতীয় কোন যান্ত্রিক নৌযান হইতে লাইসেন্স গ্রহীতা শুল্ক/চার্জ আদায় করিতে পারিবে না (মংলা-ঘষিয়াখালী ও গাবখান খাল-টোল স্টেশন-এর চুক্তির ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য হইবে)।

৪৯। মংলা-ঘষিয়াখালী সংযোগ খাল দিয়া বিনা পাইলটে যাতায়াতকারী সকল যান্ত্রিক নৌযানের নাম ও ঠিকানা সংগ্রহকরতঃ লাইসেন্স গ্রহীতাকে ইহার একটি তালিকা প্রতি মাসে পরিচালক (নৌ-সওপ), বাআনৌপক, ১৪১-১৪৩ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা এবং উপ-পরিচালক (বওপ), বাআনৌপক, খুলনার নিকট দাখিল করিতে হইবে (মংলা-ঘষিয়াখালী খাল-টোল স্টেশন-এর চুক্তির ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য হইবে)।

৫০। ইজারা মেয়াদকালে সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে ইজারা মূল্যের উপর আয়কর/ভ্যাটের হার বর্ধিতকরণসহ অন্য কোন শুল্ক আরোপ করা হইলে সরকারী বিধি অনুযায়ী উহা পরিশোধে লাইসেন্স গ্রহীত বাধ্য থাকিবে।

৫১। এই চুক্তিনামার কোন শর্ত বা তার অংশবিশেষ পালনে লাইসেন্স গ্রহীতা ব্যর্থ হইলে অথবা লংঘন করিলে তথা চুক্তিনামায় বর্ণিত তাহার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হইলে বা বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের বা তাহার কোন মনোনীত কর্মকর্তার আইনানুগ কোন আদেশ/নির্দেশ পালনে লাইসেন্স গ্রহীতা ব্যর্থ হইলে অথবা লংঘন করিলে বা অনীহা/অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে সংশ্লিষ্ট ঘাট/পয়েন্ট/পার্কিং ইয়ার্ড/খাল-টোল স্টেশন-এর নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা কোন নোটিশ ব্যতিরেকে এই লাইসেন্স চুক্তির অবসানসহ লাইসেন্স গ্রহীতার জমাকৃত সমুদয় টাকা বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবে (সকল প্রকার ঘাট/পয়েন্ট/পার্কিং ইয়ার্ড/খাল-টোল স্টেশন-এর চুক্তির ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য হইবে)।

৫২। এই লাইসেন্সের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সকল বিষয়ে এবং যে কোন ধরণের নালিশের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে (সকল প্রকার ঘাট/পয়েন্ট/পার্কিং ইয়ার্ড/খাল-টোল স্টেশন-এর চুক্তির ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য হইবে)।

সাক্ষীর স্বাক্ষর ও ঠিকানা

১। স্বাক্ষর ঃ
নাম ঃ
পিতার নাম ঃ
ঠিকানা ঃ

স্বাক্ষর ঃ .....
লাইসেন্সদাতা (প্রথম পক্ষ)

২। স্বাক্ষর ঃ
নাম ঃ
পিতার নাম ঃ
ঠিকানা ঃ

স্বাক্ষর ঃ .....
লাইসেন্স গ্রহীতা (দ্বিতীয় পক্ষ)

চলমান পাতা-১০

টেন্ডারদাতার স্বাক্ষর

টেন্ডারের সাথে সংযুক্ত পে-অর্ডার/ডিডি এবং অন্যান্য কাগজপত্রের সূচীঃ

সংযুক্ত পে-অর্ডার/ডিডি ঃ

ক) আর্নেস্টমানি, মূসক ও আয়কর বাবদ জমাকৃত পে-অর্ডার/ডিডি'র মোট সংখ্যা .....টি (কথায়.....)

খ) পে-অর্ডার/ ডিডি'র মাধ্যমে জমাকৃত মোট টাকার পরিমাণ ..... টাকা।

কথায় ঃ .....

সংযুক্ত কাগজপত্র [যেটি জমা দেয়া হলো তার সামনে টিক (✓) চিহ্ন দিন] ঃ

(১) জাতীয় পরিচয়পত্র / জন্ম নিবন্ধন সনদ/পাসপোর্ট-এর সত্যায়িত ফটোকপি।

(২) চারিত্রিক সনদপত্র।

(৩) ব্যাংক সলভেন্সী (আর্থিক স্বচ্ছলতা) সনদপত্র।

(৪) বৈধ ট্রেড লাইসেন্স (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)-এর সত্যায়িত ফটোকপি।

(৫) পাসপোর্ট আকারের ৩ কপি ছবি।

(৬) অন্যান্য (বিস্তারিত লিখুন) ঃ

টেন্ডারদাতার স্বাক্ষর

চলমান পাতা-১১

ব্যাংক সলভেন্সী (আর্থিক স্বচ্ছলতা) সনদের "নমুনা"

..... Bank Limited

..... Branch

Ref : .....

Date : .....

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that Mr./Mrs .....

S/O ..... Address .....

.....

has been maintaining a Current/Savings Account No ..... with us.

So far we know he is financially sound & solvent.

We wish him every success in life.

Head Of Branch

Officer